

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুম্মা

## আল্লাহর ওপর পরম নির্ভরতার প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সুপরিচিত ও উত্তম আদর্শ।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস  
আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আযিয কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের  
(টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মবারকে প্রদত্ত খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

আশ্বাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্বাদু আনু মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু।  
আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি  
রব্বিল ‘আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন।  
ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লায়ীনা আনআ’মতা আ’লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি ‘আলায়হিম।  
ওয়ালাদদল্লীন।

তাশাহুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়দনা হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত  
কয়েকটি খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনার প্রসঙ্গে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসার  
সুউচ্চ ও অনন্য মর্যাদার কথা বর্ণনা করে আসছিলাম। বর্তমান যুগে তাঁরই সত্য অনুগামী প্রেমিক ও দাস  
কীভাবে তাঁর এই মহান আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, কী শিক্ষা দান করেছেন এবং স্বয়ং  
কীভাবে তার ওপর আমল করে দেখিয়েছেন-আজ সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর ওপর প্রকৃত ভরসা তো এটাই যে, আল্লাহ্ তা’লা  
কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত যেসব বাহ্যিক উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে  
সাধ্যানুসারে একত্র ও ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর দোয়া করতে হবে, হে খোদা! তুমিই এর শুভ ও  
কল্যাণময় পরিণাম দান করো। কেননা অগণিত আপদ-বিপদ এবং হাজারো দুর্দশা এমন রয়েছে, যা এই  
বাহ্যিক উপায়-উপকরণগুলোকেও বিনাশ ও হারখার করে দিতে পারে। অতএব, সেগুলোর ক্ষতিকর  
প্রভাব হতে আমাদের রক্ষা করে সত্য সফলতা ও লক্ষ্যে পৌঁছে দাও।

হযরত আনোয়ার (আই.) সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ অবশ্যই বাহ্যিক উপায়-উপকরণ  
ব্যবহার করবে; কিন্তু এমন অনেক সংকট ও পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে যেসব উপায়ের ওপর  
মানুষ ভরসা করেছিল, সেগুলোই ধ্বংস হয়ে যায়। এই কারণে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত,  
যেন আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সেগুলোর অশুভ প্রতিক্রিয়া থেকে সুরক্ষিত রাখেন। এটিই সেই আধ্যাত্মিক  
অবস্থা, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে একজন মু’মিন আল্লাহর অশেষ করুণা ও অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বর্ণনা করেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তে সানন্দে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিটি  
সাধারণ মানুষের কাজ নয়; বরং এটি তাওয়াক্কুল তাবাতুল অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ এবং ঐশী  
ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের এমন এক সুউচ্চ পর্যায়, যেখানে পৌঁছানোর পর মানুষের অন্তরে স্বীয়  
প্রতিপালকের প্রতি আর কোনো অভিযোগ কিংবা অনুযোগ অবশিষ্ট থাকে না। আর মহান আল্লাহ স্বীয়  
বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া নির্ভর করে সেই বান্দার পূর্ণ সত্যনিষ্ঠা, পরম বিশ্বস্ততা, সুউচ্চ পবিত্রতা এবং পূর্ণ

আনুগত্যের ওপর। এখান হতেই সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, সাহাবীগণ (রা.) ঐশী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার সমস্ত পর্যায় সফলভাবে অতিক্রম করেছিলেন এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁরা তাওয়াক্কুলের এমন এক সুউচ্চ মান অর্জন করেছিলেন, যা আমাদের সবার জন্য এক চিরন্তন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বীয় অনুসারীদের সময় ও সুযোগ অনুযায়ী সর্বদা খোদার ওপর পরম আস্থার উপদেশ দান করতেন। এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মাস্টার নায়ীর হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “এটি মনে করো না যে আল্লাহ্‌তা’লা দুর্বল; তিনি অসীম ও অপরাজেয় শক্তির অধিকারী। যখন তোমরা কোনো বিষয়ে তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন, যেমনটি তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেন:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।”

সৌভাগ্যবান সৎকর্মশীল মানুষদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, এক সুউচ্চ পর্যায় হলো ‘তাওয়াক্কুল’-এর পর্যায়, যেখানে আল্লাহ্‌ স্বয়ং অতি সুদৃঢ়ভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেন; আর অন্য কেউ কখনও সেই নির্মল প্রস্রবণের নাগাল পেতে পারে না, বরং কেবল তাঁদের জন্যই তা পরম সুপেয় ও তৃপ্তিকর করা হয়। ঐশী জ্যোতি তাঁদের এমনভাবে আগলে রাখে যে, বহুমাত্রিক অভাব-অনটন ও নিঃস্বতার মাঝে পতিত হয়ে এবং স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন পেয়েও তাঁরা এমন প্রফুল্লতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন এবং পরম স্বাচ্ছন্দ্যে স্বীয় দিনগুলো পার করেন যে মনে হয় যেন তাঁদের কাছে হাজারো ধনভাণ্ডার গচ্ছিত রয়েছে! তাঁদের মুখাবয়বে পরম ধনাঢ্যতার সজীবতা এবং পরম ঐশ্বর্যশালী হওয়ার অটল স্ফৈর্য পরিলক্ষিত হয়; আর তীব্র সংকটের মুহূর্তেও তাঁরা স্বীয় মহান প্রতিপালকের ওপর পূর্ণ উদারচিত্তে অটল আস্থা ও পূর্ণ বিশ্বাস বজায় রাখেন।

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্র সাথে যখন কোনো বান্দার প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চরম সংকট ও যন্ত্রণার মাঝেও সে আল্লাহ্র ওপরই আস্থা রাখে, তাঁর হতে বিচ্যুত হয় না। তার অন্তরে কখনও এমন কোনো অসচ্ছ ধারণা বা দ্বিধা জন্মায় না যে, “না জানি কী ঘটছে, আর কী ঘটছে না! এটি কি কোনো পরীক্ষা, নাকি কোনো শাস্তি?” আল্লাহ্র ওপর যদি পূর্ণ ভরসা থাকে এবং আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকারসমূহ নিষ্ঠার সাথে আদায় করা হয়, তবে মহান আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই স্বীয় অশেষ ফযল ও কৃপায় ধন্য করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্র ওপর ভরসাকারী এবং তাঁর নিকট বিনীতভাবে অবনত ব্যক্তিগণ কখনো বিনাশ হন না। যে মানুষ কেবল স্বীয় পার্থিব প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে, লাঞ্ছনা ও অপমান ব্যতিরেকে তার আর কী-ই বা অর্জিত হতে পারে? ধরাধামের সৃষ্টিলগ্ন হতে আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট বিধান ও রীতি এমনই চলে আসছে যে, যারা এই নশ্বর জগতকে বর্জন করে, তারা একে লাভ করে; আর যারা এর পেছনে অন্ধের ন্যায় দৌড়ায়, তারা এ হতে চিরবঞ্চিত থাকে। যারা আল্লাহ্র সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে না, তারা যদি ছলে-বলে-কৌশলে পার্থিব কিছু অর্জনও করে নেয়, তবে তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল; কেননা পরিশেষে তাদের চরম ব্যর্থতা ও হতাশার মুখোমুখি হতে হয়। ইতিহাসে সেই সমস্ত মানুষই ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হয়েছেন, যারা ধর্মের বিপরীতে জাগতিকতাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি।

হযূর আনোয়ার (আই.) পুনরায় উল্লেখ করেন, আল্লাহর ওপর যখন বিন্দুমাত্র ভরসা থাকে না এবং পার্থিব স্বার্থের ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার সেই সুমহান মানসিকতা অনুপস্থিত থাকে—যে অঙ্গীকার আমরা প্রতিটি সমাবেশে পুনরাবৃত্তি করি, যেমনটি সামনে খুদ্দামুল আহমাদীয়ার ইজতেমা রয়েছে এবং সেখানেও করা হবে—তখন আকীদা ও বিশ্বাসের এমন দুর্বলতা সেই মানুষকে পরকালের চিরন্তন নিয়ামতরাজী থেকেও বঞ্চিত রাখবে। এই বাহ্যিক জগতকেই তারা সবকিছু মনে করেছে এবং তা অর্জন করতেই ক্রমাগত ছুটে চলেছে; যার ফলে কেউ হয়তো সামান্য কিছু পেল, আবার কেউ তা পাওয়ার আকুল চেষ্টায় ব্যর্থ ও আশাহত হয়ে এই ধরাধাম হতে বিদায় নিল! অথবা যা পেল, তাও পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং পরিণতিতে তারা পার্থিব জীবনের এক সুগভীর শাস্তির মাঝে দিনাতিপাত করল। ফলে তারা না রইল দ্বীনের, না রইল দুনিয়ার! এই করুণ দশা সম্বন্ধেই এক কবি কতই না চমৎকার বলেছেন: “না খোদার সন্ধান মিলল, না প্রিয়তমের সাথে মিলন হলো!”

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নাম ‘মুতাওয়াঙ্কিল’ (আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসাকারী) রেখেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, মসীহের অবতরণের যে নিদর্শন উল্লেখিত রয়েছে যে, তিনি দুটি ফেরেশতার ডানার ওপর স্বীয় হস্তদ্বয় স্থাপন করে থাকবেন—তা মূলত এই সূক্ষ্ম সংকেত বহন করে যে, তাঁর ডান ও বাম হাত, যা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং আধ্যাত্মিক সুখমা ও ঐশী নূর লাভের মাধ্যম, তা আসমানী মোয়াক্কাল অর্থাৎ যাদের ওপর ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হয়—অর্থাৎ ফেরেশতাগণের সাহায্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান, অন্তরের আধ্যাত্মিক নূর এবং ধর্মের পরম পরিচয়—এই সমুদয় মাধ্যম ফেরেশতাদের সহযোগিতাতেই অর্জিত হবে। দুটি ফেরেশতার ওপর হাত রাখার আসল তাৎপর্য এটাই। তা কোনো বিদ্যালয়, গ্রন্থমালা কিংবা পীর-মশায়েখদের কাছ থেকে নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত ঐশী জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বলিত হবে—অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা বিশেষত আল্লাহই শেখাবেন। আর তাঁর জীবনের সার্বিক প্রয়োজনের দায়িত্ব ও ব্যবস্থার ভারও স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করবেন। যেমনটি বিগত দশ বছর যাবত এই অধম বান্দার সম্বন্ধে এই ঐশী বাণী ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে:

إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

“নিশ্চয়ই তুমি আমাদের চোখের সামনে (অর্থাৎ আমাদের সুরক্ষায়) রয়েছ; আমরা তোমার নাম ‘মুতাওয়াঙ্কিল’ রেখেছি এবং স্বীয় পক্ষ হতে তোমাকে পরম জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।”

দোয়া ও আল্লাহর ওপর ভরসা প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, জীবনের সকল জটিল সমস্যার জট তো দোয়ার মাধ্যমেই খুলে যায়। কারও পরম কল্যাণ কামনা করার ক্ষেত্রে আমাদের হাতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা কী? তা তো কেবল দোয়ারই এক সুমহান হাতিয়ার, যা আল্লাহ আমাদের দান করেছেন—তা সে বন্ধুর জন্যই হোক কিংবা শত্রুর জন্য! আমরা কোনো কালোকে সাদা আর সাদাকে কালো করতে পারি না; আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায় একটি ধূলিকণাও নিয়ন্ত্রণের সাধ্য নেই—কেবল ততটুকুই সম্ভব, যতটুকু আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দান করেন।

দোয়ার প্রতি সুগভীর মনোযোগ আকর্ষণের পাশাপাশি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা সৃষ্টির উপদেশ দান করে তিনি (আ.) বলেন, আত্মশুদ্ধি অর্জন, ঈমানের সাথে শুভ পরিণতি লাভ এবং পুণ্যের তৌফিক লাভের জন্য দ্বিতীয় অপরিহার্য দিকটি হলো ‘দোয়া’। এতে মানুষ আল্লাহর ওপর যতটুকু ভরসা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং সেই পথে অলসতাহীন অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে, সে ঠিক ততখানিই উৎকৃষ্ট ফলাফল ও সুমিষ্ট ফল লাভ করবে। তার সমস্ত সংকট অপসারিত হয়ে যাবে এবং দোয়াকারী ব্যক্তি তাকওয়ার সুউচ্চ প্রাসাদে উপনীত হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনে আল্লাহর ওপর ভরসার এই মহান দিকটি ফুটিয়ে তুলে তাঁর জীবনচরিতকার হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রা.) লিখেছেন, মামলার প্রস্তুতি ও আইনগত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পূর্ণ পরিশ্রম ও চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও সেসব বাহ্যিক উপকরণের ওপর কখনো ভরসা করতেন না; বরং সর্বদা দোয়ার আশ্রয় নিতেন। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্বই তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল; তিনিই ছিলেন একমাত্র উপাস্য ও অন্বেষণীয় এবং আল্লাহর ওপরই ছিল তাঁর অটল ভরসা ও আস্থা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর এক নিষ্ঠাবান সাথিকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তার উল্লেখ করে হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এক বর্ণনায় লিখেছেন, ফয়জুল্লাহ চক নিবাসী হযরত হাফেজ নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.) আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি হযরত হাফেজ হামিদ আলী সাহেব (রা.)-এর সূত্রে শুনেছেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যদি কোনো মামলা-মোকদ্দমায় বা অন্য কোনো কারণে বিচারক কিংবা শাসকের দরবারে যেতে হয়, তবে যাওয়ার পূর্বে সাতবার ‘সূরা আল-ফাতেহা’ পাঠ করে নেওয়া উচিত এবং সাতবার স্বীয় অঙ্গুলি দিয়ে কপালে ‘ইয়া আযীযু’ (হে পরম পরাক্রমশালী!) লিখে নেওয়া উচিত। এভাবে আল্লাহ্‌তা’লা সফলতা দান করেন।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, সম্ভবত সৃষ্টিজগৎ ও অ-খোদা হতে পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা এবং আল্লাহর ওপর চরম ভরসা ও আস্থার অবস্থা সৃষ্টির নিমিত্তই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই হেদায়েত দান করেছিলেন।

হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহর ওপর ভরসা ও পরম আস্থা এমন এক অভূতপূর্ব ও মহান রূপরেখা আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাঝে প্রত্যক্ষ করি, যা তিনি স্বীয় আকা ও মনিব মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের বরকতে লাভ করেছিলেন। মহান আল্লাহ আমাদেরও তাওয়াক্কুলের (আল্লাহর ওপর ভরসার) এই সুউচ্চ মান অর্জন করার তৌফিক ও সামর্থ্য দান করুন। আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহু ওয়া নু’মিনুবীহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না’উযুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাযিয়্যাতি আ’মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহ্ ফালা মুযিল্লালাহ্ ওয়া মাই ইউয্লিলহ্ ফালা হাদিয়াল্লাহ্-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকালাহ্ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ্-ইন্নালাহা ইয়া’মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ’তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা’আল্লাকুম তাযাক্কারণ। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরুকুম ওয়াদ’উহ্ ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

|                                                                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Bengali Khulasa Khutba Juma<br/>Huzoor Anwar <sup>(at)</sup><br/>25<sup>th</sup> September 2026</p> | <p>To,</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> |
| <p>Distributed by</p> <p>Ahmadiyya Muslim Mission<br/>.....P.O.....<br/>Distt.....Pin.....W.B</p>      | <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>            |

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| [www.alislam.org](http://www.alislam.org) | [www.mta.tv](http://www.mta.tv) | [www.ahmadiyyamuslimjamaat.in](http://www.ahmadiyyamuslimjamaat.in)